১৫৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 7 .. 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

৮৪টি প্রধান শিক্ষকসহ ৪১৩টি শিক্ষকের পদ শূন্য

টাঙ্গাইল জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত

টাঙ্গাইল জেলা সংবাদদাতা ঃ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে টাঙ্গাইল জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৪শ' ১৩টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ৩শ' ২৯টি সহকারী শিক্ষক পদ এবং ৮৪টি প্রধান শিক্ষ পদ শূন্য রয়েছে। পদ পূরণ না থাকায় ২৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবত প্রধান শিক্ষকবিহীন অবস্থায় চলছে।

জেলার অনগ্রসর এলাকা হিসেবে পরিচিত পাহাড়ী এলাকা এবং চরাঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই সবচাইতে বেশী শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে। যার ফলে এসব এলাকায় আশংকাজনকভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।

মধুপুর থানার অরণখোলা, আউশনারা, শোলাকুড়ি, মির্জাপুর থানার বাশতৈল, গোড়াই, তরফপুর ও আজগানা, ঘাটাইল থানার ধলাপাড়া, রসুলপুর, দেওপাড়া ও সন্ধানপুর, সখিপুর থানার কাকড়াজান, বহেরাতৈল, যাদবপুর ও হাতিবান্ধা ইউনিয়নের পাহাড়ী এলাকার এবং ভুয়াপুর থানার গাবসারা, অর্জুনা ও নিকরাইল, কালিহাতী থানার সল্যা ও দুর্গাপুর টাঙ্গাইল সদর থানার কাকুয়া, কাতুলী ও হুগড়া, দেলদুয়ার থানার দেউলি ও লাউহাটি এবং নাগরপুর থানার সহবতপুর, ভাররা, ভাদ্রা ও সলিমাবাদ ইউনিয়নের চরাঞ্চলের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহেই ২শ' ২৫টিরও বেশী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। এসব বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা গড়ে ৪শ' করে হলেও বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক পদ রয়েছে মাত্র ৩টি। এর মধ্যে অনেক বিদ্যালয়েই ১টি করে পদ শূন্য। ২ জন শিক্ষকের মধ্যে একজন ছুটিতে থাকলে বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে একজন মাত্র শিক্ষককে সমস্ত বিদ্যালয় সামলাতে হয়। এতে করে পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। জানা গেছে, মধুপুর থানার কুড়াগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদ সংখ্যা ৩টি। এর মধ্যে ২টি পদই শূন্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫শ' ৭০ জন। মাত্র ১ জন শিক্ষককে এই শিক্ষার্থীদের পাঠদান থেকে শুরু করে সব কাজই করতে হচ্ছে। কোন কাজে এই শিক্ষক থানা শিক্ষা অফিসে গেলে বা অসুস্থতায় ছুটি নিলে বিদ্যালয় অলিখিত বন্ধ থাকে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে মধুপুরে ভুটিয়া পিরোজপুর, অরণখোলা এবং গাছাবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। মির্জাপুর থানার ছিট মাহমুদপুর, দরানিপাড়া, কুড়িপাড়া, ঝোপবাড়ি ও তরফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে জেলার ৯৩৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪শ' ১৩টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের মধ্যে ৮৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ৩শ' ২৯টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। তিনি জানান, মধুপুর থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৪৪টি সহকারী শিক্ষক, দেলদুয়ার থানায় ১০টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক, মির্জাপুর থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৭টি সহকারী শিক্ষক, সদর থানায় ১১টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, নাগরপুর থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৫টি সহকারী শিক্ষক, সখিপুর থানায় ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৪টি সহকারী শিক্ষক, ভুয়াপুর থানায় ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ২৪টি সহকারী শিক্ষক, গোপালপুর থানায় ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ১৪টি সহকারী শিক্ষক, ঘাটাইল থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৪২টি সহকারী শিক্ষক, কালিহাতী থানায় ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৪৮টি সহকারী শিক্ষক এবং বাসাইল থানায় ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ১৩টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। সূত্রে জানা গেছে, শূন্য পদসমূহ পূরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সূত্রে আরো জানা গেছে, জেলার ১১টি থানায় ২৭টি নতুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদ নেই। ফলে এই বিদ্যালয়গুলো প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে। এসব কারণে টাঙ্গাইলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।